সমকাল

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

জবি শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু চিকিৎসা ব্যয় ৯ টাকা

■ লতিফুল ইসলাম, *জবি*

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক চিকিৎসা বাজেট মাত্র ২ লাখ টাকা। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৯ টাকার চিকিৎসা সুবিধা পান। আর চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য রয়েছেন মাত্র একজন চিকিৎসক। নেই রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত ওষুধের সরবরাহ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারটির অবস্থা এখন গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের চেম্বারের মতো।

চিকিৎসাসেবার নামে চলছে শুধু ওজন মাপা ও ব্যবস্থাপত্র লিখে রোগী বিদায় দেওয়ার কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর দিকে এখানে দু'জন এমবিবিএস ডাক্তার থাকলেও ২০১৫ সাল থেকে একজন মেডিকেল অফিসার দিয়েই চলছে কার্যক্রম। সঙ্গে আছেন দু'জন ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও একজন অফিস সহকারী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের চিকিৎসায় নতুন ভবনের নিচতলায় মেডিকেল সেন্টারের জন্য বরাদ্দ রয়েছে তিনটি কক্ষ। মূল কক্ষের একপাশে রোগীদের জন্য একটি শয্যা, বিপরীত পাশে একজন চিকিৎসক ও তার সহকারীর বসার জায়গা, ওষুধ রাখার জন্য একটি আলমারি ও একটি রেফ্রিজারেটর। সরঞ্জামাদির মধ্যে রয়েছে একটি করে ওজন ও প্রেশার মাপার যন্ত্র, দুটি শয্যা ও একটি অ্যাম্বুলেন্স।

মেডিকেল সেন্টারে কথা বলে জানা যায়, সেখানে ড্রেসিং করানো, ব্লাড সুগার টেস্ট, ডায়াবেটিস মাপা, ওজন মাপা, শ্বাসকষ্টের জন্য নেবুলাইজেশন ব্যবস্থা আছে। তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মেডিকেল সেন্টার থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা না পাওয়ায় এখন অধিকাংশ শিক্ষার্থীই আর এমুখো হন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ-আল হাদী জানান, তিনি গত ১০ দিন ধরে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে কোনো প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা ও ওষুধ না থাকায় প্রথমে ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতাল ও পরে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করান। 'সেখানে হাসপাতালের বিল ও প্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্যই ১০ দিনে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এমনিতেই দৈনন্দিন খরচ চালাতে হিম-শিম খেতে হয়। তার ওপর বাইরে চিকিৎসা করানো যেন গলাকাটার সমান,'– বলেন হাদী। আইন বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুর ইসলাম নাবিল জানান, 'জ্বরের কারণে মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসাসেবার জন্য গেলে দুটি নাপা দিয়েই আমাকে বাইরে চিকিৎসা করাতে বলেন।' এ বিষয়ে মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসক মিতা শবনম বলেন, পর্যাপ্ত ওষুধ বরাদ্দ না থাকায় রোগীদের সবসময় ওষুধ দেওয়া সম্ভব হয় না। মেডিকেল সেন্টারের বাজেট বাড়ালে এবং প্যাথলজিক্যাল যন্ত্রপাতি বাড়ালে এখানে আরও সেবা দেওয়া সম্ভব।

তবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান জানান, বর্তমানে মেডিকেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিছু ভাবছে না।

'তবে চিকিৎসা সুবিধা বাড়ানোর জন্য যদি আগামী বাজেটে কিছু অর্থ বাড়ানো হয়, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া নতুন ক্যাম্পাস কেরানীগঞ্জে নেওয়া হলে সেখানে আধুনিক মেডিকেল হাসপাতাল করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে নতুন চিকিৎসক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।'